रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-211

রেজিস্ট্রী নং ডি-২২১

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
ভারতের গেজেট

असाधारण

EXTRAORDINARY

বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 10	नई दिल्ली, शुक्रबार, सितम्बर 4, 2020	[भाद्र 13, 1942 शक
No. 10	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020	[BHADRA 13, 1942 (SAKAY)
নং 10	নতুন দিল্লী, শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২০	[১৩ই ভাদ্র, ১৯৪২(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ১১ই মার্চ, ২০২০/২১ শে ফাল্গুন, ১৯৪১ (শক)

(১) দি মেডিক্যাল টারমিনেশন অফ প্রেগন্যানসি অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর ৩৪),

(২) দি অ্যান্টি অ্যাপারথেইড (ইউনাইটেড নেশন্‌স কন্‌ভেন্‌শান্‌) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-র ৪৮),

(৩) দি স্টেট এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া (প্রোহিবিশন অফ ইমপ্রপার ইয়ুজ) অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৫০),

(৪) দি কমিশনস্‌ ফর প্রোটেক্সন্‌ অফ্‌ চাইল্ড রাইট্‌স্‌ অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৬-এর ৪),

(৫) দি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন্‌ এজেন্সি অ্যাক্ট, ২০০৮ (২০০৮-এর ৩৪),

(৬) দি সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ বোর্ড অ্যাক্ট, ২০০৮ (২০০৯-এর ৯),

(৭) দি সেন্ট্রাল গুডস্‌ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এক্সটেনশন টু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর) অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-র ২৬),

(৮) দি ইনটিগ্রেটেড গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এক্সটেনশন টু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর) অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-র ২৭) এবং

(৯) দি মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ম্যারেজ) অ্যাক্ট, ২০১৯ (২০১৯-এর ২০)-এর বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীন প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 11th March, 2020/ 21 Phalguna, 1941 (Saka)

(1) The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971),

(2) The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 (48 of 1981),

(3) The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005),

(4) The Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006),

(5) The National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008),

(6) The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009),

(7) The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (26 of 2017),

(8) The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (27 of 2017) and

(9) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (20 of 2019) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি আইন, ২০০৮

(২০০৮-এর ৩৪ নং আইন)

[১১ ই মার্চ, ২০২০ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

ভারতের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও অখণ্ডতাকে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে, বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এরূপ অপরাধসমূহের, তথা আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্র, চুক্তিপত্র, কন্‌ভেন্‌শান্‌সমূহকে এবং রাষ্ট্রসংঘ, উহার এজেন্সিসমূহ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংকল্পসমূহকে কার্যে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ আইনসমূহের অধীন অপরাধসমূহের তদন্ত করিবার ও অভিযুক্তির জন্য জাতীয় স্তরে একটি তদন্তকারী এজেন্সি গঠন করণার্থ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের উনপঞ্চাশৎ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রয়োগ।

১। (১) এই আইন জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি আইন, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে এবং ইহা–

(ক) ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিকগণের,

(খ) সরকারি চাকুরিরত ব্যক্তিগণ, যেখানেই থাকুন না কেন সেখানেই তাঁহাদের,

(গ) ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজ ও বিমান যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই ঐরূপ জাহাজ ও বিমানারোহী ব্যক্তিগণের এবং

(ঘ) এরূপ ব্যক্তিগণ যাহারা ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিকগণের বিরুদ্ধে বা ভারতের স্বার্থকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে এরূপ কোন তফসিলভুক্ত অপরাধ সংঘটিত করে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২।(১) এই আইনে প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,–

(ক) ''এজেন্সি'' বলিতে ৩ ধারা অনুযায়ী গঠিত জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি বুঝায়;

(খ) ''সংহিতা'' বলিতে ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩ বুঝায়; ১৯৭৪-এর ২।

(গ) ''হাইকোর্ট'' বলিতে যে হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বিশেষ আদালত অবস্থিত সেই হাইকোর্ট বুঝায়;

(ঘ) ''বিহিত'' বলিতে নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ঙ) ''সরকারি অভিযোক্তা'' বলিতে ১৫ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত সরকারি অভিযোক্তা বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোক্তা বা কোন বিশেষ সরকারি অভিযোক্তা বুঝায়;

(চ) ''তফসিল'' বলিতে এই আইনের তফসিল বুঝায়;

(ছ) ''তফসিলভুক্ত অপরাধ'' বলিতে তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন অপরাধ বুঝায়;

(জ) ''বিশেষ আদালত'' বলিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ১১ ধারা অনুযায়ী বা ২২ ধারা অনুযায়ী বিশেষ আদালতরূপে নামোদ্দিষ্ট দায়রা আদালত বুঝায়;

(ঝ) এই আইনে ব্যবহৃত কিন্তু সংজ্ঞার্থ-নির্ণীত নহে এবং সংহিতায় সংজ্ঞার্থ-নির্ণীত শব্দাবলী ও কথাসমূহের সংহিতায় তজ্জন্য যথাক্রমে নির্দিষ্ট অর্থই থাকিবে।

(২) এই আইনে, কোন অধিনিয়ম বা উহার কোন বিধানের, ঐরূপ অধিনিয়ম বা বিধান যে অঞ্চলে বলবৎ নহে সেরূপ কোন অঞ্চল সম্পর্কিত কোন উল্লেখ, ঐ অঞ্চলে বলবৎ কোন

তৎস্থানী বিধির বা ঐ তৎস্থানী বিধির কোন প্রাসঙ্গিক বিধান থাকিলে তাহার কোন উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে।

অধ্যায় ২

জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি

জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি গঠন।

৩। (১) পুলিশ অ্যাক্ট, ১৮৬১-তে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকার তফসিলে বিনির্দিষ্ট আইনসমূহের অধীন অপরাধসমূহের তদন্তের ও অভিযুক্তির জন্য জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি নামে একটি বিশেষ এজেন্সি গঠন করিতে পারিবেন। ১৮৬১-র ৫।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণয়ন করিবেন সেরূপ আদেশসমূহ সাপেক্ষে, ঐ এজেন্সির আধিকারিকগণের, ভারতের সর্বত্র ব্যাপিয়া এবং, কোন আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্র অথবা সংশ্লিষ্ট দেশের দেশীয় বিধি সাপেক্ষে, ভারতের বাহিরে তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের তদন্ত ও ঐরূপ অপরাধসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তারকরণ সম্পর্কে, ভারতে সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশ আধিকারিকগণের যেরূপ থাকে সেরূপ সকল ক্ষমতা, কর্তব্য, বিশেষাধিকার ও দায়িতা থাকিবে।

(৩) ঐ এজেন্সির সাব-ইন্সপেক্টর পদ বা তদূর্ধ্ব পদধারী কোন আধিকারিক, কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ প্রদান করিবেন সেরূপ আদেশসমূহ সাপেক্ষে, ভারতের সর্বত্র ব্যাপিয়া, যে এলাকায় তিনি তৎসময়ে উপস্থিত আছেন সেই এলাকার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ ক্ষমতা প্রয়োগকালে, যথাপূর্বোক্ত ঐরূপ কোন আদেশসমূহ সাপেক্ষে, ঐরূপ থানার সীমানার মধ্যে স্বীয় কৃত্য নির্বাহকারী ঐরূপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে গণ্য হইবেন।

জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সির অধীক্ষণ।

৪। (১) ঐ এজেন্সির অধীক্ষণভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) এজেন্সির প্রশাসনভার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত মহা অধিকর্তারূপে নামোদ্দিষ্ট এরূপ কোন আধিকারিকের উপর ন্যস্ত হইবে যিনি এজেন্সি সম্পর্কে, কোন রাজ্যের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে মহা আরক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতাসমূহের মধ্য হইতে, কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন।

এজেন্সি গঠনের প্রণালী ও সদস্যগণের চাকরির শর্তাবলী।

৫। এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এজেন্সি, যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ প্রণালীতে গঠিত হইবে এবং ঐ এজেন্সিতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তাবলী যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে।

অধ্যায় ৩

জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি কর্তৃক তদন্ত

তফসিলভুক্ত অপরাধের তদন্ত।

৬। (১) তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তি ও সংহিতার ১৫৪ ধারা অনুযায়ী উহা অভিলিখিত হইবার পর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তৎক্ষণাৎ ঐ প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, রাজ্য সরকার ঐ প্রতিবেদন যথাসত্বর সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) রাজ্য সরকারের নিকট হইতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাপ্তিসাধ্য করানো বা অন্যবিধ উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, প্রতিবেদন প্রাপ্তির পনর দিনের মধ্যে, ঐ অপরাধ একটি তফসিলভুক্ত অপরাধ কিনা এবং তৎসহ অপরাধের গুরুত্ব ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া উহা এজেন্সি কর্তৃক তদন্তোপযোগী মামলা কিনা তাহা নির্ধারণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অভিমত হয় যে, ঐ অপরাধ একটি তফসিলভুক্ত অপরাধ এবং উহা এজেন্সি কর্তৃক তদন্তোপযোগী একটি মামলা, সেক্ষেত্রে উহা এজেন্সিকে উক্ত অপরাধের তদন্ত করিবার নির্দেশ দিবেন।

(৫) এই ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ অভিমত হয় যে তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, যাহার এই আইন অনুযায়ী তদন্ত হওয়া আবশ্যক, তাহাহইলে উহা, স্বপ্রণোদনায়, এজেন্সিকে উক্ত অপরাধের তদন্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৬) যেক্ষেত্রে (৪) উপধারা বা (৫) উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং ঐ অপরাধের তদন্ত করিতেছেন রাজ্য সরকারের এরূপ কোন পুলিশ আধিকারিক ঐ তদন্তের ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হইবেন না এবং প্রাসঙ্গিক দস্তাবেজ ও অভিলেখসমূহ তৎক্ষণাৎ এজেন্সির নিকট হস্তান্তরিত করিবেন।

(৭) সন্দেহ নিরসনের জন্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, এজেন্সি মামলার তদন্তভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, তদন্ত চালাইয়া যাওয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কর্তব্য হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অভিমত হয় যে তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ ভারতের বাহিরে এরূপ কোন স্থান যথায় এই আইন প্রসারিত হয় তথায় সংঘটিত হইয়াছে সেক্ষেত্রে উহা, এজেন্সিকে, ঐরূপ অপরাধ যেন ভারতে সংঘটিত হইয়াছে এইভাবে মামলাটি রেজিস্ট্রিভুক্ত করিতে ও উহার তদন্তভার গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৯) (৮) উপধারার প্রয়োজনে, নূতন দিল্লীস্থিত বিশেষ আদালতের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে।

রাজ্য সরকারের নিকট তদন্তভার হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা।

৭। এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত করাকালীন, অপরাধের গুরুত্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় অবধান করিয়া, এজেন্সি —

(ক) যদি ঐরূপ করা সঙ্গত হয়, তাহাহইলে রাজ্য সরকারকে তদন্তের সহিত যুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদনসহ, অপরাধের তদন্ত ও বিচারের জন্য মামলাটি রাজ্য সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন।

সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের তদন্ত করিবার ক্ষমতা।

৮। কোন তফসিলভুক্ত অপরাধের তদন্ত করাকালীন, এজেন্সি অভিযুক্ত কর্তৃক সংঘটিত বলিয়া অভিকথিত অন্য কোন অপরাধও তদন্ত করিতে পারিবেন, যদি ঐ অপরাধ তফসিলভুক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়।

রাজ্য সরকার জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সিকে সহায়তা প্রদান করিবেন।

৯। রাজ্য সরকার তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের তদন্তকার্যে এজেন্সিকে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

রাজ্য সরকারের তফসিলভুক্ত অপরাধের তদন্ত করিবার ক্ষমতা।

১০। এই আইনে অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত, এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোনকিছুই তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ বা তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী, অন্য অপরাধসমূহের তদন্ত করিবার ও অভিযুক্তির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ক্ষমতাসমূহকে প্রভাবিত করিবে না।

অধ্যায় ৪

বিশেষ আদালত

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়রা আদালতকে বিশেষ আদালতরূপে নামোদ্দিষ্ট করিবার ক্ষমতা।

১১। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের বিচারের জন্য, ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহের জন্য অথবা সেরূপ মামলার জন্য বা সেরূপ শ্রেণীর বা বর্গের মামলাসমূহের জন্য, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে, এক বা একাধিক দায়রা আদালতকে বিশেষ আদালতরূপে নামোদ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।– এই উপধারার প্রয়োজনে, ''হাইকোর্ট'' এই কথাটি বলিতে সেই রাজ্যের হাইকোর্ট বুঝায় যথায় বিশেষ আদালতরূপে নামোদ্দিষ্ট হইবেন এরূপ কোন দায়রা আদালত কৃত্য করিতেছেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন বিশেষ আদালতের ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উদ্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেষিত হইবে, যাঁহার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৮) সন্দেহ নিরসনের জন্য এতদ্দ্বারা ব্যবস্থিত করা যাইতেছে যে, (১) উপধারায় উল্লিখিত দায়রা আদালতের দায়রা জজ যে কৃত্যকভুক্ত সেই কৃত্যক অনুসারে তাঁহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুযায়ী অবসরগ্রহণের বয়সে উপনীত হওয়া তাঁহার বিশেষ আদালতের জজরূপে বহাল থাকিয়া যাওয়াকে প্রভাবিত করিবে না এবং নিয়োগ প্রাধিকারী, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, তিনি কোন বিনির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অথবা তৎসমক্ষস্থিত মামলা বা মামলাসমূহের বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে সেপর্যন্ত, জজরূপে বহাল থাকিয়া যাইবেন।

(৯) যখন কোন অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহের জন্য একাধিক বিশেষ আদালতকে নামোদ্দিষ্ট করা হয় তখন জ্যেষ্ঠতম জজ তাঁহাদের মধ্যে কার্য বিতরণ করিবেন।

অবস্থান স্থল।

১২। বিশেষ আদালত, স্বপ্রণোদনায় অথবা সরকারি অভিযোক্তা কর্তৃক কৃত আবেদনের ভিত্তিতে, এবং যদি উহা ঐরূপ করা সঙ্গত বা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন তাহাহইলে, উহার কোন কার্যবাহের জন্য উহার সাধারণ অবস্থান স্থলের পরিবর্তে অন্য কোন স্থলে অবস্থান করিতে পারিবেন।

বিশেষ আদালতের ক্ষেত্রাধিকার।

১৩। (১) সংহিতায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এজেন্সি কর্তৃক তদন্তকৃত প্রত্যেক তফসিলভুক্ত অপরাধ, যে বিশেষ আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে উহা সংঘটিত হইয়াছিল কেবল সেই বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচারকৃত হইবে।

(২) কোন রাজ্যে বিরাজমান পরিস্থিতিগত অত্যাবশ্যকতা বিবেচনার পর যদি,–

(ক) ন্যায্য, নিরপেক্ষ বা দ্রুত বিচার সম্ভব না হয়; অথবা

(খ) শান্তিভঙ্গ না ঘটাইয়া অথবা অভিযুক্ত, সাক্ষীগণ, সরকারি অভিযোক্তা বা বিশেষ আদালতের কোন জজের বা তাঁহাদের কাহারও নিরাপত্তা সম্পর্কে গভীর ঝুঁকি না লইয়া বিচার অনুষ্ঠিত করা সাধ্যায়ত্ত না হয়; বা

(গ) উহা অন্যথা ন্যায়বিচারের স্বার্থের অনুকূল না হয়, তাহাহইলে

সুপ্রীম কোর্ট কোন বিশেষ আদালতের সমক্ষে বিচারাধীন কোন মামলা ঐ রাজ্যের বা অপর কোন রাজ্যের অন্য কোন বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন এবং হাইকোর্ট ঐ রাজ্যে অবস্থিত কোন বিশেষ আদালতের সমক্ষে বিচারাধীন কোন মামলা ঐ রাজ্যস্থিত অন্য কোন বিশেষ আদালতের সমক্ষে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন।

(৩) ক্ষেত্রানুযায়ী, সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট, হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কিংবা কোন স্বার্থান্বিত পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে এই ধারা অনুযায়ী কার্য করিবেন এবং ঐরূপ কোন

আবেদন সমাবেদনের মাধ্যমে কৃত হইবে যাহা, আবেদনকারী যেক্ষেত্রে ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল সেক্ষেত্রে ব্যতীত, কোন শপথপত্র বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা সমর্থিত হইবে।

অন্য অপরাধসমূহ সম্পর্কে বিশেষ আদালতের ক্ষমতা।

১৪। (১) কোন অপরাধের বিচার করিবার কালে বিশেষ আদালত, অভিযুক্তকে সংহিতার অধীন অন্য কোন অপরাধে আরোপযুক্ত করা যাইলে ঐ একই বিচারিক কার্যবাহে সেই অন্য অপরাধেরও বিচার করিতে পারিবেন, যদি ঐ অপরাধ ঐরূপ অন্য অপরাধের সহিত সম্পর্কিত হয়।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার চলাকালীন যদি দেখা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন বা অন্য কোন বিধির অধীন অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে, তাহাহইলে বিশেষ আদালত ঐরূপ ব্যক্তিকে ঐরূপ অন্য অপরাধে দোষসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং ক্ষেত্রানুযায়ী, এই আইন অনুযায়ী প্রাধিকৃত বা ঐরূপ অন্য বিধি অনুযায়ী কোন দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে বা শাস্তি বিনির্ণয় করিতে পারিবেন।

সরকারি অভিযোক্তা।

১৫।(১) কেন্দ্রীয় সরকার একজন ব্যক্তিকে সরকারি অভিযোক্তারূপে নিযুক্ত করিবেন এবং এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অতিরিক্ত সরকারি অভিযোক্তারূপে বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোক্তাগণরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন :

তবে, কেন্দ্রীয় সরকার কোন মামলার জন্য বা কোন কোন শ্রেণীর বা বর্গের মামলার জন্য একজন বিশেষ সরকারি অভিযোক্তাকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি অন্যূন সাত বৎসর ধরিয়া অ্যাডভোকেটরূপে জীবিকায় রত না থাকিলে অথবা সংঘের বা কোন রাজ্যের অধীন বিধি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক এরূপ কোন পদে অন্যূন সাত বৎসর যাবৎ অধিষ্ঠিত না থাকিলে, এই ধারা অনুযায়ী একজন সরকারি অভিযোক্তারূপে বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোক্তারূপে বা বিশেষ সরকারি অভিযোক্তারূপে নিযুক্ত হইবার জন্য যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী একজন সরকারি অভিযোক্তা বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোক্তা বা বিশেষ সরকারি অভিযোক্তারূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, সংহিতার (২) ধারার (প) প্রকরণের অর্থের মধ্যে, একজন সরকারি অভিযোক্তারূপে গণ্য হইবেন এবং সংহিতার বিধানাবলী তদনুসারে কার্যকর হইবে।

বিশেষ আদালতের কার্যপ্রক্রিয়া ও ক্ষমতা।

১৬। (১) বিশেষ আদালত, কোন অপরাধ, যাহার জন্য অভিযুক্তকে উহার নিকট বিচারার্থে সোপর্দ করা হয় নাই, উহার সংঘটনের তথ্যসমূহ সম্পর্কে অভিযোগ প্রাপ্তির পর, অথবা ঐরূপ তথ্যসমূহের পুলিশি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, প্রগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচার্য কোন অপরাধ অনধিক তিন বৎসরের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডনীয় হয় সেক্ষেত্রে, সংহিতার ২৬০ ধারার (১) উপধারায় বা ২৬২ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, বিশেষ আদালত, সংহিতায় বিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে, সংক্ষিপ্তভাবে ঐ অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন এবং সংহিতার ২৬৩ হইতে ২৬৫ ধারাসমূহের বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, ঐরূপ বিচারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে :

তবে, যেক্ষেত্রে এই ধারা অনুযায়ী কোন সংক্ষিপ্ত বিচার চলাকালীন বিশেষ আদালতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, মামলাটির প্রকৃতি এরূপ যে সংক্ষিপ্তভাবে উহার বিচার করা বাঞ্ছনীয় নহে সেক্ষেত্রে, বিশেষ আদালত, কোন সাক্ষী যাঁহাকে পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে তাঁহাকে পুনর্তলব করিতে পারিবেন এবং ঐজাতীয় অপরাধসমূহের বিচারের জন্য সংহিতার বিধানাবলী দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে পুনরায় ঐ মামলার শুনানী গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন এবং উক্ত বিধানাবলী বিশেষ আদালতের ক্ষেত্রে ও তৎসম্পর্কে ঐ একইভাবে প্রযুক্ত হইবে যেরূপে উহা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে ও তৎসম্পর্কে প্রযুক্ত হয় :

পরন্তু, এই ধারা অনুযায়ী কোন সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষসিদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ আদালতের পক্ষে অনধিক এক বৎসর মেয়াদের কারাবাসের ও পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানার দণ্ডাদেশ প্রদান করা বিধিসম্মত হইবে।

(৩) এই আইনের অন্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন অপরাধের বিচার করিবার প্রয়োজনে বিশেষ আদালতের দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা যেন একটি দায়রা আদালত এইভাবে, যতদূর সম্ভব, সংহিতায় দায়রা আদালতের সমক্ষে বিচারের জন্য যথাবিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে ঐরূপ মামলার বিচার করিবেন।

(৪) এই আইনের অন্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ১৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত প্রত্যেক মামলা, ঐরূপ মামলা যেন সংহিতার ৪০৬ ধারা অনুযায়ী ঐরূপ বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল এইভাবে ব্যবস্থিত হইবে।

(৫) সংহিতায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কিন্তু সংহিতার ২৯৯ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন বিশেষ আদালত উপযুক্ত মনে করিলে এবং কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া অভিযুক্ত বা তাহার প্লীডরের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন এবং কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য, ঐ সাক্ষীকে জেরা করিবার উদ্দেশ্যে পুনর্তলব করিবার ক্ষেত্রে অভিযুক্তের অধিকার সাপেক্ষে, অভিলিখিত করিতে পারিবেন।

সাক্ষীর সুরক্ষা।

১৭। (১) সংহিতায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই আইন অনুযায়ী কার্যবাহসমূহ, বিশেষ আদালত সেরূপ চাহিলে, কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া রুদ্ধকক্ষে অনুষ্ঠিত করা যাইবে।

(২) বিশেষ আদালতের সমক্ষে কোন কার্যবাহের সাক্ষী কর্তৃক কৃত বা ঐরূপ সাক্ষী সম্পর্কে সরকারি অভিযোক্তা কর্তৃক কৃত আবেদনের ভিত্তিতে অথবা, স্বপ্রণোদনায়, যদি বিশেষ আদালতের প্রতীতি হয় যে, ঐরূপ সাক্ষীর জীবন বিপন্ন, তাহাহইলে উহা, কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া, ঐরূপ সাক্ষীর পরিচয় ও ঠিকানা গোপন রাখিবার জন্য যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিবেন।

(৩) বিশেষতঃ, এবং (২) উপধারার বিধানাবলীর ব্যাপকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐ উপধারা অনুযায়ী বিশেষ আদালত যে ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিতে পারিবেন সেই ব্যবস্থায়—

(ক) বিশেষ আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে এরূপ কোন স্থানে কার্যবাহসমূহ অনুষ্ঠিত করা;

(খ) স্বীয় আদেশসমূহে বা রায়ে অথবা জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য ঐ মামলার এরূপ কোন অভিলেখসমূহে সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা হইতে বিরত থাকা;

(গ) সাক্ষীগণের পরিচয় ও ঠিকানা যাহাতে প্রকাশিত না হয় তাহা সুনিশ্চিত করিতে নির্দেশাবলী জারি করা; এবং

(ঘ) আদালতের সমক্ষে বিচারাধীন সকল বা যেকোন কার্যবাহ কোনভাবে প্রকাশ না করিবার আদেশ প্রদান জনগণের স্বার্থের অনুকূল এরূপ কোন সিদ্ধান্তকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যিনি (৩) উপধারা অনুযায়ী জারিকৃত কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ উল্লঙ্ঘন করিবেন তিনি, তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ কোন মেয়াদের কারাবাসে ও এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

অভিযুক্তির মঞ্জুরি।

১৮। এই আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগকালে কৃত বা কৃত হইবার জন্য তাৎপর্যিত কোনকিছু সম্পর্কে এজেন্সির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বা তৎপক্ষে কার্যরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বমঞ্জুরি ব্যতীত কোন বিধি-আদালতে কোন অভিযুক্তি, মোকদ্দমা বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ দায়ের করা যাইবে না।

বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচারের অগ্রগণ্যতা থাকিবে।

১৯। এই আইন অনুযায়ী বিশেষ আদালত কর্তৃক কোন অপরাধের বিচার সকল কার্যদিবসে দৈনন্দিন ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে (যাহা বিশেষ আদালত নহে) অন্য যেকোন মামলার বিচার অপেক্ষা অগ্রগণ্যতা থাকিবে এবং উহা ঐরূপ অন্য মামলার বিচার অপেক্ষা অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতেই পরিসমাপ্ত হইবে এবং তদনুসারে ঐরূপ অন্য মামলার বিচার, আবশ্যক হইলে, মুলতবি থাকিবে।

সাধারণ আদালতে মামলা স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা।

২০। যেক্ষেত্রে কোন আপরাধিক মামলা প্রগ্রহণ করিবার পর বিশেষ আদালতের অভিমত হয় যে ঐ অপরাধ তৎকর্তৃক বিচার্য নহে, তাহাহইলে, উহার ঐরূপ অপরাধের বিচারকরণের ক্ষেত্রাধিকার না থাকা সত্ত্বেও, উহা ঐরূপ অপরাধের বিচারের জন্য, সংহিতা অনুযায়ী ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন আদালতের নিকট মামলাটি স্থানান্তরিত করিবেন এবং যে আদালতের নিকট মামলাটি স্থানান্তরিত হইয়াছে উহা, যেন ঐ অপরাধ প্রগ্রহণ করিয়াছিলেন এইভাবে ঐ অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

আপীল।

২১। (১) সংহিতায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, বিশেষ আদালতের কোন রায়, দণ্ডাদেশ বা আদেশ, যাহা কোন অন্তর্বর্তী আদেশ নহে, তৎসম্পর্কে হাইকোর্টের নিকট তথ্যগত ও বিধিগত উভয় বিষয়েই কোন আপীল চলিবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রতিটি আপীলের শুনানী হাইকোর্টের দুইজন জজের এজলাসে হইবে এবং যতদূর সম্ভব, ঐ আপীল গ্রহণের তারিখ হইতে তিন মাসের কোন সময় সীমার মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত হইবে।

(৩) যথাপূর্বোক্তরূপে ব্যতীত, বিশেষ আদালতের কোন রায়, দণ্ডাদেশ বা অন্তর্বর্তী আদেশ সমেত কোন আদেশ সম্পর্কে কোন আদালতে কোন আপীল বা পুনরীক্ষণ চলিবে না।

(৪) সংহিতার ৩৭৮ ধারার (৩) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, বিশেষ আদালতের জামিন মঞ্জুর করিয়া বা জামিন অগ্রাহ্য করিবার কোন আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিবে।

(৫) এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আপীল, যে রায়, দণ্ডাদেশ বা আদেশ সম্পর্কিত হইবে সেই রায়, দণ্ডাদেশ বা আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের সময়সীমার মধ্যে করিতে হইবে :

তবে, হাইকোর্ট উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমার অবসানের পরও কোন আপীল প্রগ্রহণ করিতে পারিবেন যদি উহার প্রতীতি হয় যে, উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের না করিবার ক্ষেত্রে আপীলকারীর পর্যাপ্ত কারণ ছিল :

পরন্তু, নব্বই দিনের কোন সময়সীমার অবসানের পর কোন আপীল গৃহীত হইবে না।

রাজ্য সরকারের দায়রা আদালতকে বিশেষ আদালতরূপে নামোদ্দিষ্ট করিবার ক্ষমতা।

২২। (১) রাজ্য সরকার তফসিলে বিনির্দিষ্ট যেকোন বা সকল অধিনিয়মের অধীন অপরাধসমূহের বিচারের জন্য এক বা একাধিক দায়রা আদালতকে নামোদ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

(২) এই অধ্যায়ের বিধানাবলী রাজ্য সরকার কর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী নামোদ্দিষ্ট বিশেষ আদালতসমূহের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে এবং নিম্নলিখিত সংপরিবর্তনসমূহ সাপেক্ষে কার্যকরী হইবে, যথা :–

(i) ১১ ও ১৫ ধারাসমূহে ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার’’ – এই উল্লেখ ‘‘রাজ্য সরকার’’ এই উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে;

(ii) ১৩ ধারার (১) উপধারায় ‘‘এজেন্সি’’-র উল্লেখ, ‘‘রাজ্য সরকারের তদন্তকারী এজেন্সি’’-র উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে;

(iii) ১৩ ধারার (৩) উপধারায় ‘‘ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল’’ এই উল্লেখ ‘‘রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল’’ এই উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে;

(৩) এই আইন দ্বারা বিশেষ আদালতের উপর অর্পিত ক্ষেত্রাধিকার, এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী কোন বিশেষ আদালত নামোদ্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত, সংহিতায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ঐ অপরাধ যথায় সংঘটিত হইয়াছে সেই বিভাগের দায়রা আদালত কর্তৃক প্রয়োগকৃত হইবে এবং উহার এই অধ্যায় অনুযায়ী ব্যবস্থিত সকল ক্ষমতা থাকিবে ও তদনুযায়ী ব্যবস্থিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন।

(৪) রাজ্য সরকার কর্তৃক বিশেষ আদালত নামোদ্দিষ্ট হইবার তারিখে ও তারিখ হইতে, এই আইনের বিধানাবলীর অধীনে রাজ্য সরকার কর্তৃক তদন্তকৃত কোন অপরাধের বিচার যাহা বিশেষ আদালতের সমক্ষে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ছিল তাহা, ঐ আদালত নামোদ্দিষ্ট হইবার তারিখে ঐরূপ আদালতে স্থানান্তরিত হইয়া যাইবে।

অধ্যায় ৫

বিবিধ

হাইকোর্টের নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

২৩। হাইকোর্ট, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার রাজ্যক্ষেত্রাধীন বিশেষ আদালতসমূহ সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলীকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য, যেরূপ আবশ্যক গণ্য করিবেন, সেরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অসুবিধা দূরীকরণের ক্ষমতা।

২৪। (১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে যদি কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা ঐ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তন্নিকট যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সেরূপ যে বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস হইবে না, তাহা প্রণয়ন করিতে পারিবেন :

তবে, এই আইনের প্রারম্ভ হইতে দুই বৎসরের অবসানের পর, এই ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদত্ত হইবে না।

(২) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক আদেশ, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

২৫। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ ও পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলীর দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইবে :

(ক) ৫ ধারা অনুযায়ী এজেন্সি গঠনের প্রণালী ও এজেন্সিতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তাবলী;

(খ) অন্য যেকোন বিষয় যাহা বিহিত করা আবশ্যক বা বিহিত করা যাইবে।

নিয়মাবলীর স্থাপন।

২৬। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এবং যদি পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন, অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণীত হওয়া উচিত নহে, তাহাহইলে তৎপরে ঐ নিয়ম, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমনভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

তফসিল

[২(১)(চ) ধারা দ্রষ্টব্য]

১। দি এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯০৮ (১৯০৮ এর ৬);

১ক। দ্য এটমিক এনার্জি অ্যাক্ট, ১৯৬২ (১৯৬২-র ৩৩);

২। দ্য আনলফুল অ্যাকটিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৬৭ (১৯৬৭-র ৩৭);

৩। অ্যান্টি- হাইজ্যাকিং অ্যাক্ট, ২০১৬ (২০১৬-র ৩০);

৪। দ্য সাপ্রেশন্ অফ্ আন্‌লফুল অ্যাক্টস্ এগেন্সট্ সেফ্‌টি অফ্ সিভিল এভিয়েশন্ অ্যাক্ট, ১৯৮২ (১৯৮২-র ৬৬);

৫। দ্য সার্ক কন্‌ভেন্‌শন্ (সাপ্রেশন্ অফ্ টেরোরিজ্‌ম্) অ্যাক্ট, ১৯৯৩ (১৯৯৩-এর ৩৬);

৬। দ্য সাপ্রেশন্ অফ্ আন্‌লফুল অ্যাক্টস্ এগেন্সট্ সেফ্‌টি অফ্ ম্যারিটাইম ন্যাভিগেশন অ্যান্ড ফিক্স্‌ড প্লাটফরমস্ অন্ কন্টিনেন্টাল শেল্‌ফ্ অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৬৯);

৭। দ্য ওয়েপন্‌স্ অফ্ মাস্ ডেস্ট্রাক্‌শন্ অ্যান্ড দেয়ার ডেলিভারী সিস্টেমস্ (প্রহিবিশন্ অফ্ আন্‌লফুল অ্যাকটিভিটিজ্) অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ২১);

৮। নিম্নলিখিতের অধীন অপরাধসমূহ –

(ক) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫). অধ্যায় ৬ [১২১ হইতে ১৩০ (উভয় সমেত) ধারাসমূহ]

(খ) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) অধ্যায় ১৬-র ৩৭০ ও ৩৭০ক ধারাসমূহ ;

(গ) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ৪৮৯-ক হইতে ৪৮৯-ঙ (উভয় ধারা সমেত) ধারাসমূহ ;

(ঘ) আর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৯ (১৯৫৯-এর ৫৪)- এর অধ্যায় ৫-এর ২৫ ধারার (১কক) উপধারা ;

(ঙ) ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট, ২০০০ (২০০০ এর ২১)-এর অধ্যায় ১১-র ৬৬ছ ধারা।